মাছ চাষের মজুদপূর্ব ধারাবাহিক কাজ সমূহ

মজুদপূর্ব ব্যবস্থাপনা বলতে বুঝায় পুকুর প্রস্তুতি। পুকুর প্রস্তুতির কাজগুলি নিম্নরূপঃ

- পুকুরের পাড় ও তলা মেরামত
- জলজ আগাছা দমন
- রাক্ষুসে ও অপ্রয়োজনীয় মাছ দূরীকরন
- চুন প্রয়োগ
- পোনা প্রাপ্তির চুক্তি
- সার প্রয়োগ
- পানির খাদ্য পরীক্ষা
- পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা
- পোনা মজুদ

পুকুরের পাড় ও তলা মেরামত

আমাদের দেশের অধিকাংশ পুকুর গুলি মাছ চাষের জন্য তৈরী করা হয়নি। পুকুর গুলির বেশীর ভাগ তৈরী করা হয়েছে বাড়ীর ভিটা উঁচু করা এবং গৃহস্থালী কাজ করার জন্য। পুকুর গুলি যতটুকু না মাছ চাষের জন্য ব্যবহৃত হয় তার চেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয় গোসল, থালা-বাসন ধোয়া এবং কাপড় কাচার জন্য। ফলে অধিকাংশ পুকুর মালিকগণ পুকুরের তেমন যত্ন নেয় না। যার কারণে দেখা যায় যে, পুকুরের পাড় গুলি ভাঙ্গা এবং কোন কোন পুকুরের পাড় আছে বলে বুঝায় যায় না। পুকুরে মাছ চাষ করে ভাল উৎপাদন পেতে হলে এবং লাভ জনক উপায়ে মাছ চাষ করতে গেলে পুকুরের পাড় অবশ্যই সুন্দর এবং মজবুত হতে হবে। যেসব পুকুরের পাড় বাঁধানো আছে সেসব পুকুরের চারিদিকে পাড়ে বড় বড় গাছ লাগানো হয়ে থাকে, যা মাছ চাষের জন্য মোটেই উপযোগী নয়। তবে ইদানিং আমাদের দেশে কিছু কিছু পুকুর শুধুমাত্র মাছ চাষের উপযোগী করে তৈরী করা হচ্ছে।

পুকুরের পাড় ভাঙ্গা থাকলে-

- রাক্ষুসে ও অপ্রয়োজনীয় মাছ প্রবেশ করে
- একটু বৃষ্টি হলেই পুকুরের ভাঙ্গা পাড় দিয়ে মজুদকৃত মাছ বের হয়ে যায়
- প্রথম বর্ষার সময় বাইরের দূষিত পানি প্রবেশ করে
- বাইরের দূষিত পানির সাথে রোগ জীবাণু প্রবেশ করে

পুকুরের পাড় বাঁধানো থাকার সুবিধা-

- রাক্ষুসে ও অপ্রয়োজনীয় মাছ প্রবেশ করতে পারে না
- পুকুরে মজুদকৃত মাছ বের হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে না
- বাইরের দূষিত পানির সাথে রোগ-জীবাণু প্রবেশ করতে পারে না
- পুকুর পাড়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিশেষ করে পুকুর পাড়ে পরিকল্পিত ভাবে গাছ লাগিয়ে ও মৌসুমী সবজির চাষ করে বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করা যায়।

পুকুরের চারিদিকের পাড়ে বড় গাছ থাকার অসুবিধা-

- পুকুরে সুর্যালোক প্রবেশে বাঁধা প্রদান করে, যা মাছের উৎপাদনকে মারাত্মকভাবে ব্যহত করে
- পুকুরে ঠিকমত সুর্যালোক প্রবেশ করতে না পারার কারণে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন কম হয়
- গাছের পাতা পুকুরে পচে পানি দূষিত করে এবং বিষাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি করে
- পুকুরের তলায় প্রচুর পরিমানে পাতা জমে থাকলে মাছ আহরণ করতে সমস্যা হয়
- পুকুরে সূর্যালোক প্রবেশ না করার কারণে পানির তাপমাত্রা কম থাকে এবং মাছের বৃদ্ধি কম হয় এবং মাছ সহজেই রোগ-জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে

পুকুর পাড়ে গাছের ব্যবস্থাপণাঃ

- পুকুর পাড়ে ঝোপ সৃষ্টিকারী বেশী ডালপালাযুক্ত বড় গাছ লাগানো উচিত নয়
- বড় গাছ লাগাতে হলে পুকুরের উত্তর ও পশ্চিম পাড়ে লাগাতে হবে। গাছগুলো যাতে ঝোপের সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য ডালপালা ছেটে রাখতে হবে।
- পুকুরের দক্ষিণ ও পূর্ব পাড় খোলা রাখতে হবে যাতে পুকরে সহজেই সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে। পুকুরের দক্ষিণ ও পূর্ব পাড়ে ডালপালা বিহীন গাছ (যেমন-নারিকেল, সুপারী, কলা, পেঁপে প্রভৃতি) লাগাতে হবে।

তলা মেরামতঃ

আমাদের যাদের পুকুর আছে তারা কেউ পুকুরের তলার যত্ন নিই না। এমনকি যারা পু:কুরে মাছ চাষ করে তারাও মাছ চাষের ক্ষেত্রে পুকুরের তলাকে বিবেচনায় আনে না। কিন্তু পুকুরের তলা মাছ চাষের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

- পুকুরের তলা অসমান থাকলে জাল টানতে অসুবিধা হয়। ফলে পুকুরের মাছ ভাল ভাবে আহরণ করা যায় না।
- পুকুরের তলা অসমান থাকলে পুকুর থেকে রাক্ষুসে মাছ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করা যায় না।
- পুকুরের তলায় ৬ (ছয়) ইঞ্চির বেশী কাদা রাখা উচিত নয়। তলায় কাদা বেশী থাকলে বিষাক্ত গ্যাস (বিশেষ করে অ্যামোনিয়া) সৃষ্টি হয়। ফলে বিশেষ করে চৈত্র-জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন পানি কম এবং সূর্যের তাপ বেশী থাকে তখন ব্যাপক হারে মাছ মারা যায়।
- পুকুরের তলায় কাদা বেশী থাকলে হররা টানা যায় না।
- পুকুরের তলায় কাদা বেশী থাকলে সহজে পুকুরের পানি ঘোলা হয়ে যায়, যা মাছ চাষের জন্য খুবই ক্ষতিকর।
- পুকুরের তলায় কাদা বেশী থাকলে মাছের জন্য জায়গা কমে যায়।
- পুকুরের তলায় কাদা বেশী থাকলে মাছ সহজেই রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়।

জলজ আগাছা ও আগাছা নিয়ন্ত্রণ

পুকুরের পানিতে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের জলজ উদ্ভিদ, যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাছ ও চিংড়ির পোনার উৎপাদনকে ক্ষতিগ্রস্থ করে তাদেরকে জলজ আগাছা বলে।পুকুরে সাধারণত- ৪ ধরনের জলজ আগাছা দেখা যায়। যেমন-

ক. ভাসমান ঃ যে সমস্ত আগাছা পানির উপর ভেসে থাকে তাদেরকে ভাসমান জলজ আগাছা বলে। এরা আবার দুই ধরনের হতে পারে-

১. মুক্তভাবে ভাসমান- এরা পানি থেকে পুষ্টি গ্রহন করে থাকে যেমন- কচুরীপানা, টোপা পানা, ক্ষুদিপানা ইত্যাদি।

২. মূল মাটিতে এবং পাতা উপরে- এরা মাটি থেকেপুষ্টি গ্রহন করে থাকে। যেমন- শাপলা,পানিফল, শুসনি শাক ইত্যাদি।

চিত্র- বিভিন্ন ধরনের জলজ আগাছা

খ. লতানো ঃ এ জাতীয় উদ্ভিদের শিকড় পুকুরের ঢালু পাড়ে পানির নীচে আটকানো থাকে এবং কাণ্ড ও পাতা পানিতে ছড়িয়ে থাকে। যেমন- কলমিলতা, হেলেঞ্চা, কেশরদাম ইত্যাদি। এরা মাটিথেকে পুষ্টি গ্রহন করে থাকে।

গ. নিমজ্জিত ঃ এ ধরনের জলজ আগাছা পনির তলদেশে থাকে। এদের শিকড় মাটিতে থাকে এবং পাতা বা ডাল কখনই পানির উপরে আসে না। যেমন- ঝাঁঝি, কাঁটাশেওলা ইত্যাদি।

ঘ. নির্গমনশীল ঃ এ ধরনের জলজ আগাছার কিছু অংশ পানির নীচে এবং কিছু অংশ পানির উপরে থাকে। যেমন- বিষকাটালী, আড়াইল ইত্যাদি।

ঙ. শেওলা- কাপুড়ে শেওলা, ভটকা শেওলা

জলজ আগাছার ক্ষতিকারক দিকসমূহ-

সব ধরনের জলজ আগাছা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাছ চাষে বেশ কিছু ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। মাছ চাষের উপর জলজ আগাছার উল্লেখযোগ্য কিছু ক্ষতিকর প্রভাব হলো-

- **এরা** পুকুরের মাটি ও পানি থেকে পুষ্টি গ্রহন করে। ফলেপুকুরের প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা কমে যায়।
- **পানিতে** সূর্যলোক প্রবেশে বাঁধা সৃষ্টি করে ফলে সালোকসংশেষণ বাঁধাগ্রস্থ হয়
- **পোনার** সহজ চলাচলে ব্যাঘাত ঘটায়, ফলে সহজে রাক্ষুসে প্রাণীর শিকারে পরিণত হয়
- **শিকারী** মাছ ও প্রাণীর আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে
- **নার্সারী** পুকুরে সহজে হররা টানা যায় না
- **জাল** টানায় অসুবিধা সৃষ্টি করে, ফলে পোনা টেকসইকরণ ও ধানী কাটাইয়ে অসুবিধা হয়

জলজ আগাছার উপকারিতা

জলজ আগাছা সাধারণভাবে ক্ষতিকারক হিসেবে চিহ্নিত হলেও মাছ চাষে এদের বেশ কিছু উপকারীতাও পরিলক্ষিত হয়। কুটিপানা, ক্ষুদিপানা ছাড়াও পুকুরের নরম সবুজ ঘাস গ্রাসকার্প ও সরপুঁটির খাদ্য হিসেবে গ্রহন করে। কুচুরিপানা ও অন্যান্য জলজ আগাছা তুলে কম্পোষ্ট তৈরীর কাজে ব্যবহার করা যায়। নার্সারী পুকুরে পানির গভীরতা কম হলে অতিরিক্ত রৌদ্রতাপ হতে পোনাকে রক্ষার জন্য আশ্রয়স্থল হিসেবে হেলেঞ্চা ও টোপাপানা ব্যবহার করা যায়। তবে এ ক্ষেত্রে জলজ আগাছা কোন ভাবেই যেন পুকুরের মোট জলায়তনের ১০% এর বেশি ঢেকে না রাখে।

জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

১. কায়িক শ্রম পদ্ধতি

পুকুরের যাবতীয় আগাছাকে দা, কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলে হাত দিয়ে তুলে ফেলা যায়। কখনও কখনও পুকুরে দড়ি টেনে আগাছার শিকড় আলাদা করে পরে টেনে তুলে যায়।

২. জৈবিক পদ্ধতি

অনেক মাছ আছে যারা জলজ আগাছা খেয়ে আগাছা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, যেমন- গ্রাস কার্প। এ ছাড়া মিরর কার্প ও কার্পিও মাছ ডুবন্ত উদ্ভিদের শিকড় তুলে ফেলে। ফলে তা হাত দিয়ে টেনে তুলে ফেলা যায়।

৩. সার প্রয়োগ পদ্ধতি

পুকুরে ডুবন্ত উদ্ভিদ থাকলে বেশী পরিমানে অজৈব সার প্রয়োগ করে তা দমন করা যায়। যদি পুকুরে ডুবন্ত উদ্ভিদ যেমন নাজাজ থাকে তাহলে প্রতি শতাংশ ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া সার প্রয়োগ করলে ২-৩ দিনের মাঝে পুকুরে সবুজ স্তরের সৃষ্টি হয় ফলে সূর্যালোক না পাওয়ার ফলে অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সমস্ত উদ্ভিদ (নাজাজ) মারা যায়।

৪. রাসায়নিক পদ্ধতি

জলজ আগাছা দমনের জন্য যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হয়, সেগুলো হচ্ছে

- 2-4 ডি ১৩৮-১৮০ গ্রাম/শতাংশ - ভাসমান এবং লতানো উদ্ভিদ ধ্বংসের জন্য
- **সিমাজিন** ৩ মিঃ গ্রাঃ/লিটার - চাড়া জাতীয় উদ্ভিদ ধ্বংসের জন্য
- **এনডোথল** ১-৩ মিঃ গ্রাঃ/লিটার - কেশরীয় উদ্ভিদ ধ্বংসের জন্য

রাক্ষুসে ও অপ্রয়োজনীয় মাছ দূরীকরণ

মাছ চাষ নি:সন্দেহে একটি লাভজনক কার্যক্রম। এর পরেও অনেকেই মাছ চাষ থেকে তেমন লাভ পান না বা অনেকে ক্ষতিগ্রস্তও হয়ে থাকেন। মাছ চাষে ক্ষতির কয়েকটি কারণের মাঝে একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো পুকুরে যে পরিমাণ পোনা ছাড়া হয় পরবর্তীতে তার অধিকাংশই পাওয়া যায় না। এর অন্যতম কারণ হলো পুকুরে রাক্ষুসে মাছ বা প্রাণীর উপস্থিতি। তাই পুকুরে পোনা ছাড়ার পূর্বেই সমস্ত রাক্ষুসে মাছ মুক্ত করতে হবে। পুকুর হতে রাক্ষুসে ও অপ্রয়োজনীয় মাছ দূরীকরণ লাভজনকভাবে মাছচাষের একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। পুকুরে এ সব মাছের উপস্থিতি নানাভাবে মাছের উৎপাদনকে ব্যহত করে, ফলে ভাল ব্যবস্থাপনা সত্ত্বেও সন্তোষজনক উৎপাদন পাওয়া যায় না। তাই পোনা মজুদের পূর্বে পুকুর হতে অবশ্যই সমস্ত রাক্ষুসে ও বাজে মাছ দূর করা উচিত।

রাক্ষুসে মাছ

যে সমস্ত মাছ অন্য মাছ বা প্রাণীকে ধরে খায় তাদেরকে রাক্ষুসে মাছ বলে। এরা মাছ ও চিংড়ির পোনা খেয়ে ফেলে, ফলে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যেমন- শোল, চিতল, ফলি, কাকিলা, বাইল্যা, টাকি/লাটি, চ্যাং, মাগুর ইত্যাদি।

অপ্রয়োজনীয় মাছ

যে সমস্ত মাছ সরাসরি অন্য মাছকে খায় না কিন্তু মাছ ও চিংড়ির পোনার সাথে খাদ্য, বাসস্থান এবং অক্সিজেন নিয়ে প্রতিযোগীতা করে এবং মাছচাষে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে তাদেরকে অপ্রয়োজনীয় মাছ বলে। পুকুর/ঘেরে এ ধরনের মাছ থাকলে খাদ্যের অপচয় হয় এবং সার্বিক উৎপাদন অনেক কমে যায়। যেমন- চান্দা, বেলে ইত্যাদি।

রাক্ষুসে ও অপ্রয়োজনীয় মাছের ক্ষতিকর প্রভাব

চাষাবাদের পূর্বে পুকুর থেকে রাক্ষুসে মাছ এবং অপ্রয়োজনীয় মাছ সরিয়ে ফেলতে হয়। কারণ-

- **রাক্ষুসে** মাছ সরাসরি পোনা খেয়ে ফেলে। যেমন- রাক্ষুসে মাছ ১ কেজি বড় হতে প্রায় ১০-১২ কেজি অন্য মাছ খায়
- **অপ্রয়োজনীয়** মাছ পোনার খাদ্য নষ্ট করে যেমন- ১ কেজি অপ্রয়োজনীয় মাছ ১০-১২ কেজি মাছের খাদ্যে ভাগ বসায়
- **উভয়** ধরনের মাছ পুকুরে রোগ জীবাণুর বিস্তার ঘটায়
- **মাছ** ও চিংড়ির পোনার সাথে বাসস্থান ও অক্সিজেন নিয়ে প্রতিযোগীতা করে

রাক্ষুসে ও অপ্রয়োজনীয় মাছ দমন পদ্ধতি

পুকুর হতে তিনভাবে রাক্ষুসে ও অপ্রয়োজনীয় মাছ দূর করা যেতে পারে। যেমন-

১. পুকুর/ঘের শুকিয়ে
২. বারবার জাল টেনে
৩. বিষ প্রয়োগ করে

নীচে রাক্ষুসে ও অপ্রয়োজনীয় মাছ দূর করার বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো-

১. পুকুর/ঘের শুকানো

চিত্র: পুকুর শুকানো

বাজে পোকা-মাকড়, রাক্ষুসে ও অপ্রয়োজনীয় মাছ মারার জন্য পুকুর শুকনো সবচেয়ে ভাল। শ্যালো পাম্প ব্যবহার করে এ কাজটি করা যায়। শুকানোর পর কড়া রোদে পুকুর বেশ কদিন ফেলে রাখতে হবে যেন তলা দিয়ে হেটে গেলে পায়ের দাগ পড়ে কিন্তু পা ডেবে না যায় । এ কাজটি ফেব্রুয়ারী- মার্চে করলে খরচ ও সময় দুইই কম লাগে। তবে পুকুর শুকানোর খেয়াল রাখতে হবে যাতে দেশীয় মাছের প্রজাতি গুলি যাতে একেবারে ধ্বংস হয়ে না যায়। সেক্ষেত্রে সম্ভব হলে দেশীয় মাছগুলিকে অন্য পুকুরে স্থানান্তর করে পরে পুকুরে পানি হলে পুনরায় মজুদ করতে হবে। তা যদি সম্ভব না হয় তবে পুকুরের এক কোণায় গর্ত করে দেশীয় মাছে প্রজাতি গুলিকে সংরক্ষণ করতে হবে।

২. বারবার জাল টেনে

কোন কোন পুকুর আছে যেগুলো খুব গভীর এবং পাম্প ব্যবহার করে পুকুর শুকানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। আর যদি শুকানো সম্ভবও হয় তবে তা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভজনক নয়। সেক্ষেত্রে পুকুর না শুকিয়ে বারবার জাল টেনে রাক্ষুসে মাছ ধরে ফেলতে হবে। তবে যতই ব্যয় সাপেক্ষ হোক না কেন, প্রতি ৪-৫ বছর পর পর পুকুর শুকিয়ে তলার কাদা অপসারণ করা উচিত।

৩. বিষ প্রয়োগ

যে কোন কারণে পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে বিষ প্রয়োগেরাক্ষুসে ও অপ্রয়োজনীয় মাছ দূর করা যায়। আমাদের দেশে চাষীরা বিষ হিসেবে ফসটক্সিন, রোটেনন, চা বীজের খৈল, বিচিং পাউডার, থায়োডিন, এনড্রিন, হিলডাল ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। এদের মধ্যে রোটেনন বা চা বীজের খৈল ব্যতীত অন্যান্য বিষগুলো -

- মাছ/চিংড়ির যকৃত ও ফুলকা ক্ষতিগ্রস্থ করে
- প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস করে
- মানব দেহের উপর দীর্ঘ মেয়াদী পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে

চিত্র- রোটেননের ব্যাগ

সে কারণে পুকুর হতে রাক্ষুসে ও বাজে মাছ দূরীকরণের জন্য রোটেনন বা চা বীজের খৈল ব্যতীত অন্যান্য বিষগুলোর প্রয়োগ কোনভাবেই অনুমোদন করা হয় না। এ ছাড়াও এ দুটো বিষের বিশেষ কিছু বিশেষত্ব রয়েছে। যেমন-

- **রোটেনন** ও চা বীজের খৈল জৈব উৎস হতে উৎপন্ন
- **এগুলো** দ্বারা মৃত মাছ খাওয়া যায়
- **উভয়ই** জৈব সার হিসেবে কাজ করে
- **এগুলো** প্রয়োগে মাছ মারা যায়, চিংড়ি ও অন্যান্য জলজ কীট মরে না
- **উভয়** ধরনের বিষই মাছের ফুলকায় আক্রমন করে ফিলামেন্ট বন্ধ করে দেয়, ফলে দম বন্ধ হয়ে মাছ মারা যায়

প্রয়োগমাত্রা

রোটেননের প্রয়োগমাত্রা নির্ভর করে মূলতঃ এর শক্তি ও তাপমাত্রার উপর। নীচের সারণীতে প্রতি শতাংশে এক ফুট গভীরতার জন্য বিভিন্ন ধরনের শক্তি সম্পন্ন রোটেননের সুপারিশকৃত প্রয়োগমাত্রা উলেখ করা হলো-

বিষ	শক্তি	ব্যবহার মাত্রা
রোটেনন	৯.১%	১৮-২০ গ্রাম/শতাংশ
	৭%	৩০-৫ গ্রাম/শতাংশ
চা বীজের খৈল		১৫০ গ্রাম

উলেখ্য যে পুকুরে রাক্ষুসে মাছ বেশী থাকলে প্রতি শতাংশে ১ ফুট গভীরতার জন্য ৯.১% শক্তিমাত্রার ৩৫গ্রাম রোটেনন প্রয়োগ অধিক কার্যকর।

রোটেনন প্রয়োগ পদ্ধতি

প্রয়োজনীয় পরিমাণ রোটেনন বালতিতে নিয়ে আস্তে আস্তে পানি মিশিয়ে প্রথমে কাঁই তৈরী করতে হবে। প্রস্তুতকৃত কাঁই তিন ভাগ করে এক ভাগ দ্বারা ছোট ছোট বল বানাতে হবে এবং বাকী দুভাগে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি মিশিয়ে তরল করতে হবে। প্রথমে ছোট ছোট বলগুলো সমস্ত পুকুরের পানিতে সমান ভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে এবং পাশাপাশি তরলীকৃত অংশও সমস্ত পুকুরে সমানভাবে পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। ২০-২৫ মিনিট পর আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে জাল টেনে মাছ ধরে ফেলতে হবে। রোটেনন প্রয়োগের পর পানি ওলট-পালট করে দিলে বিষের কার্যকারিতা বেড়ে যায়।

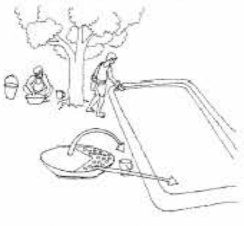
চিত্র- রোটেনন প্রয়োগ

বিষাক্ততার মেয়াদকাল ০ঃ প্রায় ৭ দিন।

রোটেনন প্রয়োগের সতর্কতা

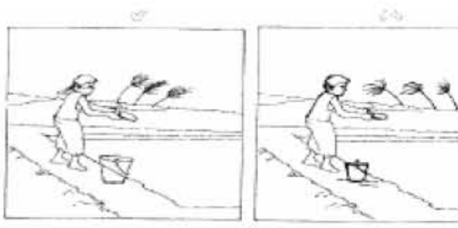
চিত্র- রোটেনন প্রয়োগের সতর্কতা

- **বিষ** ব্যবহারের পুর্বেই শুধু পাত্রের মুখ খুলা উচিত
- **বিষ** বাচ্চাদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে
- **ব্যবহারের** পূর্বে নাক-মুখে গামছা বেঁধে নিতে হবে
- **বিষ** অবশ্যই বাতাসের অনুকূলে ছিটাতে হবে
- **প্রয়োগের** পূর্বে খুব ভালভাবে বিষের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে

সঠিকভাবে বিষের পরিমান নির্ধারণের জন্য পানির গভীরতা খুব ভালভাবে নির্ণয় করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে পুকুরের অগভীর এবং গভীর অংশের পানির গভীরতার গড় বের করতে হবে। সাধারণভাবে পুকুরের অন্ততঃ ২০ টি স্থানের গভীরতার মাপ নেয়া উচিত।